ত্রাসের হাতিয়ার

আল্লাহ ﷻ নিজ প্রজ্ঞায় তার সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা নবী এবং যাদেরকে ইচ্ছা উম্মত হিসেবে বাছাই করেন। আর তাদের কতককে অন্যদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেন। এভাবে তিনি অন্য সকল উম্মতের উপর এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং তাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ -কেও অন্য সকল নবীর উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। নবী ﷺ এর এই শ্রেষ্ঠত্বের বহু নিদর্শন আছে, যার মধ্যে অন্যতম একটি নিদর্শন হলো- তাঁকে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও অনুগ্রহ প্রদান করা হয়েছে যা অন্য কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। এমনই একটি বৈশিষ্ট্য হলো- শত্রুর মনে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে বিজয় দান করা। যেমন সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: (আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয়নি। (১) আমাকে এমন ভীতি সঞ্চারক প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, যা একমাসের দূরত্ব থেকে অনুভূত হয়....) এজন্য নবী ﷺ এর বাহিনী কাফেরদের ভূমিতে অবতরণ করার একমাস পথ দূরত্ব বাকি থাকতেই ভয় ও ত্রাসের সঞ্চার শুরু হয়ে যেতো তাদের হৃদয়ে। ফলে মুজাহিদগণের আগমন বার্তা শুনলেই তাদের হৃদকম্পন শুরু হয়ে যেতো।

শত্রুর অন্তকরণে ভীতি সঞ্চারের মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়ার এই বৈশিষ্ট্যটি নবী ﷺ এর পর তার উম্মতকেও দান করা হয়েছে। এজন্য মুসলিম বাহিনী শত্রু শিবিরে পৌছার আগেই শত্রুরা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যেতো। তরবারি দ্বারা আঘাত করার আগেই ত্রাসের আঘাত শুরু হয়ে যেতো তাদের মনে। সাহাবা, তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণের যুদ্ধের ইতিহাসে আমরা এর বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

তবে এই অনুগ্রহ এবং সাহায্য শুধুমাত্র তারাই পাবে, যারা নবী ﷺ এর দেখানো পথে চলবে এবং তাঁর পথ-নির্দেশনা অনুসরণ করবে। তাওহীদ যদি তার মানহাজ হয়, কথা ও কাজে জিহাদ যদি তার চলার পথ হয়, এবং রণপ্রস্তুতি ও জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ মান্য করে- তবেই কেবল এই আনুগত্যের ফলস্বরূপ আল্লাহ ﷻ কাফেরদের অন্তকরণে ত্রাস সঞ্চার করে দিবেন। কেননা তিনি বলেন: "তোমরা তাদের সাথে লড়াই করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সুসজ্জিত অশ্ব প্রস্তুত রাখ, এ দিয়ে তোমরা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে ভীতসন্ত্রস্ত করবে।" [সূরা আনফাল: ৬০], কাজেই যারা তাওহীদের শর্তাবলী পূর্ণ করার পর আল্লাহ প্রদত্ত জিহাদের আদেশ মান্য করবে না, তাদের জন্য এই ভীতি সঞ্চারের সাহায্যও প্রযোজ্য হবে না।

বরং যারা নববী পথ থেকে সরে যায় এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে বিরত থেকে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে যায়, তাদেরকে ভীতি সঞ্চারের এই অনুগ্রহ প্রদান করা তো দূরের কথা, আল্লাহ ﷻ তাদের হৃদয়ে "ওয়াহান" নামক দূর্বলতা প্রবিষ্ট করে দেন এবং অপমান- অপদস্থতা চাপিয়ে দেন তাদের উপর!... এদিকে নির্দেশ করে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের বক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি ভীতি তুলে নেবেন এবং তোমাদের হৃদয়ে "ওয়াহান" সঞ্চার করবেন।" একজন বলল, 'হে আল্লাহর রসূল!"ওয়াহান" কী? ' তিনি বললেন, "দুনিয়াকে ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।" [ইমাম আহমাদ হতে বর্ণিত]

আল্লাহ ﷻ তার মুমিন বান্দাগণকে ইতিপূর্বে বহু স্থানে ত্রাস সঞ্চারের মাধ্যমে সাহায্য করেছেন, যা কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, বদরের দিন সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেন: "অচিরেই আমি কাফিরদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করব, কাজেই তাদের ঘাড়ের উপর আঘাত কর, আঘাত কর তাদের প্রত্যেকটি আঙ্গুলের গিঁটে গিঁটে।" অনুরূপভাবে উহুদের দিন সম্পর্কে তিনি ﷻ বলেন : "অতিসত্বরই আমি কাফিরদের অন্তরে ভয় সঞ্চার করব, কারণ তারা আল্লাহর শরীক গ্রহণ করেছে।", একইভাবে বনু নাজিরকে উচ্ছেদ করার প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়া'লা বলেন: "তাদের অন্তরে ত্রাসের সঞ্চার হলো। তারা তাদের বাড়ী-ঘর ধ্বংস করছিল নিজেদের হাতে এবং মুমিনদের হাতেও।" দেখুন, এই ইহুদীরা এতটাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছে যে, নিজেদের বাড়িঘর ভেঙ্গে তারা দরজা ও ছাদগুলো উপড়ে ফেলছিলো! আর আহযাব যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বনু কোরাইযা প্রসঙ্গে আল্লাহ ﷻ বলেন: "আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা ওদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল তাদেরকে তিনি দুর্গ হতে অবতরণে বাধ্য করলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন; এখন তোমরা ওদের এক দলকে হত্যা করছ এবং এক দলকে বন্দি করেছ।", এমনই অবস্থা হয়েছিলো কাফেরদের, নবী ﷺ এর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাথে জোট গঠন করার পর।

আয়াতসমূহে উল্লেখিত এই ত্রাসের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ বলেন: "এই ত্রাস হলো প্রচন্ড ভয়, যা আল্লাহর সবচেয়ে বড় সৈনিক হিসেবে কাজ করে। কোন অস্ত্র, কিংবা শক্তিশালী সেনাবহর এর সামনে টিকতে পারে না" বর্তমানেও এই ত্রাসের হাতিয়ারের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তার মুমিন বান্দাদেরকে সাহায্য করে যাচ্ছেন। মুজাহিদগণের বিভিন্ন যুদ্ধসমূহ এই ত্রাস সঞ্চারক সৈন্যের উপস্থিতির সাক্ষ্য বহন করে। এজন্য বিশ্বের যে কোন প্রান্তে যখনই মুজাহিদগণ কোন ভূমির দিকে অগ্রসর হয় কিংবা নতুন কোন আক্রমণ পরিচালনা করে, তখনই ক্রুসেডার ও মুরতাদ নেতাদের মুখে মুখে বিবৃতি ও সতর্কবার্তা উচ্চারিত হতে থাকে। আমরা দেখেছি সিংহপুরুষরা গুয়াইরান কারাগারে হামলা করার সময় কাফেরদের হৃদয়ে কিভাবে আতঙ্ক ও ত্রাস সঞ্চার হয়েছিলো। কিভাবে যুদ্ধটি আমেরিকার গৌরবকে ধূলিসাৎ করে দেয়, এবং কিভাবে এর প্রতিধ্বনি বিশ্বের প্রতিটি আনাচে কানাচে পৌছে যায়। অতঃপর তড়িগড়ি করে তাদের কারাগারগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করে এবং তাদের সৈন্যদেরকে সিরিয়ার বাহিরে ইরাকে মোতায়েন করে। আক্রমণ হলো গুয়াইরানে আর ত্রাস সঞ্চার করলো সর্বত্র!

আমরা দেখেছি, খিলাফাহর ভূমিতে ক্রুসেডারদের বর্বরোচিত হামলার প্রতিশোধস্বরূপ ক্রুসেডার ইউরোপের প্রাণকেন্দ্রে মুসলিম বীরপুরুষদের বরকতময় হামলাসমূহের ফলে ক্রুসেডারদের জীবনযাত্রায় কি রকম বিভীষিকাময় অবস্থা নেমে আসে। আর এই বরকতময় হামলাগুলো তাদেরকে সর্বদিক থেকে উৎপীড়িত করে। যেমন হয়েছে অর্থনৈতিক ক্ষতি, তেমনি নিরাপত্তা জোরদারে তাদের অঢেল শক্তিক্ষয় করতে হয়েছে। যে আতংক ও ভীতি তাদের মধ্যে ছড়িয়েছে তা দূরকরণে তাদের মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার খরচ করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, বিমানবন্দর ও শহরের প্রাণকেন্দ্রগুলোতে সুরক্ষা প্রদান এবং গোয়েন্দা ইউনিটগুলোর বিস্তৃতি নিশ্চিত করতে হয়েছে।

তাছাড়া এই ত্রাস আল্লাহর একটি সৈনিক মাত্র। আল্লাহর রয়েছে এমন আরো বহু সৈনিক। তিনি ﷻ বলেন: "আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই।" [সূরা ফাতহ: ৭], ইবনে কাসীর -রহিমাহুল্লাহ- বলেন: "অর্থাৎ, আল্লাহ যদি চান তবে একজন ফেরেশতা পাঠিয়ে তাদেরকে (কাফেরদের) ধ্বংস করে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ ﷻ তাঁর বিশেষ প্রজ্ঞার কারণে এবং অকাট্য প্রমাণ স্থাপনের জন্য মুমিনবান্দাদের উপর যুদ্ধ ও জিহাদ ফরয করেছেন। এজন্য আয়াতের শেষাংশে বলেছেন: "আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।", এই যদি হয় আল্লাহর একটি মাত্র সৈনিকের ভূমিকা, তবে বাকি অন্যান্য সৈনিকরা সক্রিয় হলে কেমন হবে?!

এখানে পরম অনুগ্রহশীল, মহা শক্তিধর আল্লাহর পক্ষ থেকে মুমিনদের জন্য একটি বার্তা ও সান্তনার বাণী রয়েছে। তারা যেন সর্বাবস্থায় হকের পথে অবিচল থাকে এবং জিহাদ চালিয়ে যায়, তাদের উপর যত আঘাত আসুক ও ঝড়ঝাপ্টা বয়ে যাক না কেন, আর আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় যতই বিলম্বিত হোক না কেন। কেননা, আল্লাহ ﷻ তো তার কোন এক সৈন্য পাঠিয়ে এই দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারেন। কিন্তু তাঁর হিকমাহ ও নীতি হলো, তিনি বান্দাদেরকে অবশ্যই পরীক্ষা করবেন। অতঃপর একদল থাকবে মুমিনদের সারিতে, আরেকদল থাকবে কাফেরদের সারিতে!

আরেকটি কারণ হতে পারে, অধিকাংশ মানুষ যখন জাহিলিয়াতের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে আল্লাহর আদেশ পালন থেকে বিরত থাকে, সে সময় মুমীন মুজাহিদগণের জনশক্তির ঘাটতি পূরণে আল্লাহ এই ত্রাসের সৈন্য প্রেরণ করেন। মুজাহিদ বান্দাদের প্রতি এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। কেননা তারা এমন এক পথ অবলম্বন করেছে, যে পথের পথচারীদের সংখ্যা নিতান্তই কম। ফলে আল্লাহ তাদের জন্য ঠিক করে দিলেন আরো উত্তম বিকল্প; আল্লাহর সহায়-সান্নিধ্য, যা তারা প্রতি কদমে কদমে উপলব্ধি করেন। এই সান্নিধ্যের ফলে মুজাহিদগণ কঠিন শাস্তির মধ্যেও মিষ্টতা খুঁজে পান, এবং কঠিন থেকে কঠিন কাজগুলোকে সহজ করে নিতে পারেন। তারা উত্তম প্রতিদানের আশায় সন্তুষ্টচিত্তে যে পরিমাণ রক্ত দ্বারা গৌরব ও দৃঢ়তার মাশুল দেন, অন্যরা তার চেয়ে বহুগুণ বেশি মাশুল দেন লাঞ্ছনা ও পশ্চাদপসরণের দরুন।

শত্রুর মনোবল ভেঙ্গে দেওয়ার ক্ষেত্রে এই অস্ত্রের ভূমিকা কারো অজানা নয়। আল্লাহর অনুগ্রহে শত্রুরা আজ প্রতিটি সেক্টরে দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগনের ভয়ে সদা ভীতসন্ত্রস্ত ও পলায়নরত! এমন কোন সেক্টর বাকি আছে কি যেখানে শত্রুসেনারা নিজেদেরকে নিরাপদ ভাবতে পারে!.. বা সম্পূর্ণ রাত্রি নির্বিঘ্নে ঘুমাতে পারে?! যেখানে মুজাহিদগণ তাদের জন্য প্রতিটি ঘাঁটিতে ওঁত পেতে রয়েছেন। সত্যিকার মুওয়াহহিদের জন্য কাফেরদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টিকরণ যেমন আল্লাহর প্রদত্ত একটি সাহায্য, তদ্রূপ এটি আধুনিক যুদ্ধের একটি অস্ত্রও বটে। এজন্য মুজাহিদদের উচিত সামরিক ও নিরাপত্তা বিভাগে বিভিন্ন উপায় উপকরণের মাধ্যমে এই অস্ত্রের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং শত্রুর হৃদয়গুলো এর নিশানা বানিয়ে রাখা।

মিডিয়া মুজাহিদরাও পারে কাফেরদের হৃদয়ে ত্রাস সৃষ্টিকরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে, যদি তারা হাতের নাগালে থাকা যাবতীয় উপায়-উপকরণ যথাযথ কাজে লাগায়। কেননা মিডিয়া যুদ্ধ এবং ত্রাসের অস্ত্র একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একনিষ্ঠতার সাথে কাজ করলে একজন মুসলিম যে কোন কাজে তাওফীক ও সফলতার দিশা পেয়ে যায়, আর জিহাদ হলো সর্বোত্তম আমলসমূহের একটি। দেখুন, আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন: "আর যারা আমার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথ দেখাবো। আর নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে থাকেন।", তাফসিরকারকগণ বলেন: "অর্থাৎ, আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য-সহায়তা করবেন এবং সঠিক পথ ও পন্থা দেখিয়ে দিবেন"। আর যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের হেদায়াত বৃদ্ধি করে দেন। সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালকের জন্য।